কাব্য-আমপারা

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশন

আরজ

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র "কোরআন" শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্ততঃ প'ড়ে বুঝবার মতও আরবী-ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি ব'লে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোরআন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হ'ত না—যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য বক্তি এদিকে অবহিত হ'তেন।

ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু—কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালী মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ-ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষা যে কোন্ মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি! আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তা হ'লে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তা হ'লে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোরআন হয়ত মুখস্থ ক'রে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না ক'রে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কি না জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্ত্বাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলেমেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হ'ল মনে করব।

আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি, নীচে তার তালিকা দিলাম ঃ

Sale's Quran, Moulana Md. Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-i-Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofsir-i-Azizi, Tofsir-i-Mowlana Abdul Hoque Dehlavi, Tofsir -i- Jalalain, etc.

এবং মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আমপারা।

বহু ভাগ্যগুণে আমি বিখ্যাত মেসার্স করিম বক্স ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের মত দারাজদিল্ ও দারাজ-দস্ত্ মহানুভবের স্নেহ লাভ করেছি। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে আমি "আমপারা শরীফ" অনুবাদ করতে পেরেছি। উক্ত বীর সাধকের যোগ্য পুত্র দেশ-বিখ্যাত কর্ম্মী মৌলবী রেজাউর রহমান খান এম. এ. বি. এল্ (ডিপুটি প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল কাউন্সিল) সাহেবও অযাচিত স্নেহ ও প্রীতি-গুণে আমায় সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্য ক'রে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের ঋণ স্বীকার করবার মত ভাষা ও সাধ্য আমার নেই।

মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন ফখরোল মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাব্নবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দর গজনভী বি-এ. সাহেব, মৌলবী কে. এম. হেলাল সাহেব ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয়, সহযোগিতাও করেছেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়ত এতটা নির্ভুল হ'ত না। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।

আমার সোদর প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল মজিদ সাহিত্য-রত্ন বি-এ., শুধু আমার প্রতি প্রীতি বশতঃ যেভাবে এর জন্য আয়াস স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি। ইনি না থাকলে এ অনুবাদ হয়ত পুস্তক আকারে আর বের হ'ত না। এর প্রুফ দেখা, আমায় তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে শেষ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্তালা এঁদের সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এ সত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে, মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার ক'রে তার সংশোধন করব। আরজ ইতি—

খাদেমুল ইসলাম—
নজরুল ইসলাম

খোলাসা

[যাবতীয় সুরার শানে-নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা শানে-নজুল অধ্যায়ে (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।]

•

উৎসর্গ

বাঙলার নায়েবে-নবী

মৌলবী সাহেবানদের

দস্ত-মোবারকে—

[illegible]

[illegible]

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

[illegible]

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

সুরা—শ্লোক ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

সুরা নাস

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে,—ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।

নাস—মানুষ। খান্নাস—কুমন্ত্রণাদাতা।

সুরা ফলক্

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি শরণ যাচি উষা-পতির,
হাত হতে তার—সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার-ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার—
এ সব হ'তে অভয় শরণ যাচি তাঁহার।
যাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পের বাঁধন, যাচি তার নিবারণ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে—
শরণ যাচি, পানাহ্ মাগি তাহার তরে।

ফলক্—উষা, প্রাতঃকাল। পানাহ্—পরিত্রাণ।

সুরা ইখ্‌লাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার।

বল, আল্লাহ্ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

ইখ্‌লাস—বিশুদ্ধ।

সুরা লহব্

শুরু করিলাম নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ধ্বংস হোক্ আবু লাহাবের বাহুদ্বয়,
হইবে বিধ্বস্ত তাহা হইবে নিশ্চয়।
করেছে অর্জ্জন ধন সম্পদ সে যাহা
কিছু নয়, কাজে তার লাগিবে না তাহা।
শিখাময় অনলে সে পশিবে ত্বরায়
সাথে তার সে অনল-কুণ্ডে যাবে হায়
জায়া তার—অপবাদ-ইন্ধন বাহিনী,
তাহার গলায় দড়ি বহিবে আপনি।

লহব্—শিখাময় বহ্নি।

সুরা নসর্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।

আসিয়াছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে—আল্লার ধর্ম্মে এ জগতময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
কর ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচ্ঞা সঠিক।

নসর্—সাহায্য।

সুরা কাফেরুন

আরম্ভ করি ল'য়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার।

বল, হে বিধর্ম্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর,—আমি পূজা করি না তাহার।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ—আমিও তাহারে
পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম্ম র'বে আমারি উপরে।

কাফেরুন—বিধর্ম্মীসকল।

সুরা কাওসার

শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়,
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড়'ও দাও কোরবাণী তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার—বেহেশ্‌তের একটি নহরের নাম; অমৃত।

সুরা মাউন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার,
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম্ম মিথ্যা যেই ?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া,
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া ;
সৎ কাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তা'রা হোক!

মাউন—ঘটি, বাটি, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয় ; ইহাতে জ্বাকাতও বুঝায়।

সুরা কোরায়শ্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
রহীম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার।

কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের,
ব্যক্ত যাহা পর্য্যটনে শীত গ্রীষ্মের,
এখন উচিত, তাঁরা সেই অনুরাগে
এই গৃহাধিপতির অর্চ্চনায় লাগে।
যিনি অন্ন দিয়াছেন তাদের ক্ষুধায়,
ভয়ে দিয়াছেন শান্তি—পূজুক তাঁহায়।

কোরায়শ—আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র। এই গোত্রেই হজরত (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

সূরা ফীল

শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

দেখ নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি)
করিলেন সেই গজ-বাহিনীর প্রতি ?
(দেখ নাই, তব প্রভু) করেন নি কি রে
বিফল তাদের সেই দুরভিসন্ধিরে ?
পাঠালেন দলে দলে সেথা পক্ষী আর
করিতে লাগিল তা'রা প্রস্তর প্রহার
গজপতিদেরে। তিনি তাদের তখন
করিলেন ভক্ষিত সে তৃণের মতন।

ফীল—হস্তী।

সূরা হুমাজাত

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার।

নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে— তাহার,
গ'ণে গ'ণে রাখে ধন, জমায় যে আর,
চিরজীবী হবে ধনে মনে যেই করে,
সর্ব্বনাশ (ইহাদের সকলের তরে),
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে "হোতামা"য়,
"হোতামা" কাহারে বলে, জান কি তাহায় ?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃদপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)
রুদ্ধদ্বার সে অনল আবদ্ধ আবার
দীর্ঘ স্তম্ভে (আশা নাই মুক্তির তাহার)।

হুমাজাত—দুর্নাম প্রচার করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

সুরা আস্‌র

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার।
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই।
(তা'রা ছাড়া) ধর্ম্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আরা যারা সৎকাজ ক'রে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্য্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরস্পরে।

আস্‌র—কাল, অপরাহ্ন।

সুরা তাকাসুর

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
নাহি আদি নাহি অন্ত যাঁর করুণার।

অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদের মোহ-ঘোরে,
যাবত না দেখ তোমরা গোরস্তানের আঁধার গোরে।
না, না, না, তোমরা শীঘ্র জানিবে পুনরায় (কহি) ত্বরা
জ্ঞাত হবে ; না, না, হ'তে যদি জ্ঞানী ধ্রুব সে জ্ঞানেতে ভরা।
দোজখ-অগ্নি করিবে তোমরা নিশ্চয় দর্শন
দেখিবে তাহারে তারপর ল'য়ে বিশ্বাসীর নয়ন।
—নিশ্চয় তার পরে
হইবে জিজ্ঞাসিত আল্লার চিরসম্পদ তরে।

তাকাসুর্‌—প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব করা।

সুরা ক্বারেয়াত্

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা–আকর যিনি দয়ার পাথার।

প্রলয়ান্তক সেই বিপদ
কোন্ সে বিপদ ধ্বংস ভয় ?
কিসে সে তোমারে জানাল, সেই
বিপদ ভীষণ প্রলয়ময় ?
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গপ্রায়
সেদিন উড়িবে লোক সবায়,
বিধূনিত লোমবৎ সেদিন
পর্ব্বতরাজি উড়িবে বায়।
সেদিন সে পাবে সুখী জীবন
পাল্লা যাহার হবে ভারি,
পাল্লা হবে হাল্‌কা যার
(হবে) "হাভিয়া" দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি, তুমি জান কি সে ?
প্রজ্বলিত বহ্নি সে।

ক্বারেয়াত্—ভীষণ বিপদ।

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।

বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর–বাহী উটের শপথ),
যাহার চরণ–আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কিবৎ।

তাওয়াতুর*

প্রত্যূষে করে ধূলি উৎক্ষেপি'
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ,
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে'
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)
শপথ তাদের— নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালনকর্ত্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়, (নহে সে ভুল!)
আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার
কঠিন বিষয়াসক্তি তার,
সে কি তা জানে না, কবর হইতে
উঠানো হইবে সবে আবার ?
হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু
প্রকাশ করাব সব সেদিন,
জানিবে তাদের (সকল গোপন)
কথা— "রাব্বুল আলামিন" ।

আ'দিয়াত —উটের পায়ের শব্দ । রাব্বুল আলামিন— সর্ব্ব-জগতের প্রভু ।

তাওয়াতুর ঃ ক্রমশঃ, কনটিনিউয়েশন ।

সুরা জিল্‌জাল্‌

শুরু করি ল'য়ে "পাক" নাম আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপার পাথার ।

ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন,
ধরা তার ভার বাহির করিয়া দিবে (সে দিন) ।
"কি হইল এর" কহিবে লোকেরা,
সে দিন ব্যক্ত করিবে সে
নিজের যা কিছু খবর, তোমার
প্রভু সে খোদার নির্দ্দেশে ।

তাওয়াতুর

প্রত্যাগত সে হইবে সে দিন
দলে দলে যত লোক সকল,
দেখানো হইবে কর্ম্ম সকল
তাদের (পাপ ও পুণ্য-ফল)।
এক রেণুবৎ যে পুণ্য
করিবে, তাহাও দেখিবে সে,
পাপ যে করেছে এক রেণুবৎ
দেখা দিবে তা'রে তাও এসে।

জিল্‌জাল্‌— ভূমিকম্প হওয়া।

সুরা বাইয়েনাহ্‌

শুরু করিলাম নামে পবিত্র আল্লার,
সীমা নাই যাঁর দয়া কৃপা করুণার।

"আহলে কেতাব" আর অংশীবাদীগণ
নিবৃত্ত হয়নি যারা বিশ্বাসে আপন।
ভিন্ন-মত হয় নাই তাহারা তাবৎ,
না এল তাদের কাছে প্রমাণ যাবৎ।
আল্লার রসুল যিনি, পবিত্র কোরাণ
উদ্‌গাতা, যাহাতে দৃঢ় সত্য অধিষ্ঠান
(ভিন্ন-মত হইল তাহারা তাঁর 'পরে);
"আহলে কেতাব" দল এইরূপ ক'রে,
যতদিন আসে নাই পরম প্রমাণ,
করে নাই দলাদলি, করেছে সম্মান।
তাদের কেবল মাত্র আজিকার মত
এই সে আদেশ দেওয়া আছিল সতত—
কর্ম্মেতে "হানিফ" হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।

তাওয়াতুর

নামাজ পড়ুক, দিক্ জাকাত সে সাথে,
চির-দৃঢ় সত্য ধর্ম্ম ইহাই ধরাতে।
"আহ্‌লে কেতাব" আর "মুশ্‌রিক্" যারা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সত্যধর্ম্ম তা'রা
দোজখ–আগুনে হবে হবে চিরস্থায়ী,
সৃষ্টির অধম তা'রা, সংশয় নাই।
সৃষ্টির বরেণ্য তা'রা নিশ্চয়ই, যারা
ঈমান আনিয়া করে সৎ কাজ তা'রা।
তাহাদের পুরস্কার দর্গায় আল্লার
বেহেশ্‌ত-কানন আছে, তলদেশে যার
নহর–লহর বহে; তারা সেই লোকে
অনন্ত কালের তরে র'বে নিরাশোকে।
প্রসন্ন তাদের প্রতি সদা বিশ্বপতি,
তাহারাও প্রীত তাই আল্লাহের প্রতি।
জীবন–প্রভুরে হেন ভয় যার মনে
এই পুরস্কার আছে তাদেরি কারণে।

বাইয়েনাহ্— নিশ্চিত প্রমাণ। আহ্‌লে কেতাব—গ্রন্থ-বিশ্বাসী;
অর্থাৎ তওরাত, জবুর প্রভৃতি খোদার প্রেরিত গ্রন্থের যাহারা অনুপন্থী।

সুরা কদর্

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরাণ পুণ্য "শবে কদরে",
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে ? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবরাইল আলমের

তাওয়াতুর

করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

কদর —সম্মান। আলম—জগৎ। শবে কদর— মহিমময়ী রজনী।

সুরা আলক্

শুভ করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।
পাঠ কর, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
— সে জানিত না যাহা,
মানুষেরে তিনি দি'ছেন শিক্ষা তাহা।
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়,
ধন-গৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে!
দেখেছ কি তা'রে —আমার দাসেরে সে জন যবে
নিবারণ করে দাস মোর যবে নামাজ পড়ে ?
দেখেছ, সে জন থাকিত যদি রে সুপথ ধরে!
সে যদি অন্যে সংযমী হ'তে করিত আদেশ!
সত্যেরে যদি মিথ্যা বলে সে (শাস্তি অশেষ)।
(সত্য হইতে) মুখ সে ফিরায়! সে জন তবে
জানে না কি, খোদা দেখিতেছেন যে তার সে সবে ?
না, না, যদি নিবৃত্ত সে না হয়, শেষ
টানিয়া আনিব ধরিয়া তাহার ললাট-কেশ।
মিথ্যাবাদী সে মহা পাতকীর ললাট (ধরি')
(টানিব)। ডাকুক সভা সে তাহার পারিষদেরি।

তাওয়াতুর

আমিও আমার বীর সেবকেরে দিই খবর,
না, না, না, কখনো মানিও না তাদের 'পর।
সেজদা কর,
হও ক্রমে মোর নিকট হইতে নিকটতর।

আলক্—রক্ত ও তাহার পরিবর্ত্তিত অবস্থা।

সূরা তীন

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।

শপথ "তীন", "জায়তুন", "সিনাই" পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তা'রে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।
কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
"সুবিচার পাবে সবে" বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হায়?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারক চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

তীন— হজরত ঈসার জন্মভূমি বায়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশী বলিয়া উহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

সিনাই — এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মূসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং খোদার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সূরা ইনশেরাহ

শুরু করি ল'য়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

তোমার কারণ
করি নি কি আমি তব বক্ষ বিদারণ ?
নামায়ে সে ভার (মুক্তি) দিইনি তোমারে ?
ন্যুজ-পৃষ্ঠ ছিলে তুমি যে বোঝার ভারে ?
নাম কি তোমার
করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার ?
সঙ্কটের সাথে আছে শুভ নিশ্চয়,
অতএব অবসর পাবে যে সময়—
উপাসনায় রত হবে সংকল্প লয়ে,
প্রভুর করিবে ধ্যান একমন হয়ে।

ইনশেরাহ্— বিদারণ, উন্মোচন।

সূরা দোহা

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
অনন্ত সাগর যিনি দয়া করুণার।

শপথ প্রথম দিবস-বেলার
শপথ রাতের তিমির-ঘন,
করেন নি প্রভু বর্জ্জন তোমা',
করেন নি দুশমনী কখনো।
পরকাল সে যে উত্তমতর
ইহকাল আর দুনিয়া হ'তে,
অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন
(সম্পদ) খুশী হইবে যাতে।
পিতৃহীন সে তোমারে তিনি কি
করেন নি পরে শরণ দান ?

তাওয়াতুর

ভ্রান্ত-পথে তোমারে পাইয়া
তিনিই না তোমা' পথ দেখান ?
তিনি কি পান নি অভাবী তোমারে
অভাব সব করেন মোচন ?
করিয়ো না তাই পিতৃহীনের
উপরে কখনো উৎপীড়ন।
যে জন প্রার্থী — তাহারে দেখিও
ক'রো না তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু।

দোহা— দিবসের প্রথম প্রহর।

সুরা লায়ল্

শুরু করি শুভ নাম ল'য়ে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি মহা পারাবার।

শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে
দিনের শপথ প্রোজ্জ্বল যাহা করে দেয় জ্যোতিঃধারে,
নর ও নারীর শপথ— যাদের তিনি সে স্রষ্টা প্রভু,
তোমাদের যত কর্ম্মফল একমত নহে কভু।
যারা দাতা সংযমী, সত্যধর্ম্মে সত্য বলিয়া লয়,
সহজ করিয়া দিব কল্যাণে তাহাদেরে নিশ্চয়।
কিন্তু যাহারা কৃপণ, নিজেরে ভাবে অতি বড় যারা,
বলে সত্যধর্ম্মে মিথ্যা, শীঘ্র দেখিতে পাইবে তা'রা,
সহজ করিয়া দিয়াছি তাদের দোজখের পথ, আর
রক্ষা করিতে পারিবে না তা'রে তা'র ধন-সম্ভার।
তখন ধ্বংস হইবে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
কর্ত্তব্য সে আমার। একাল পরকাল সবখন

তাওয়াতুর

কেবল আমারি এখ্‌তিয়ারে সে। করি তাই সাবধান,
প্রজ্বলিত সে অনল হইতে জ্বল জ্বল লেলিহান।
হতভাগা সেই জন সত্য হ'তে যে মুখ ফিরায়,
সে ছাড়া সেই যে অগ্নিকুণ্ডে পশিবে না কেহ হায়।
সে অনল হ'তে রক্ষা পাইবে সেই সংযমী জন
শুদ্ধ হবার মানসে যে জন করে ধন বিতরণ।
কাহারও দয়ার প্রতিদানরূপে করে না সে ধন দান,
তাহার মহিমময় সে প্রভুরে তুষিতে যত্নবান।

লায়্‌ল্‌ —রাত্রি।

সুরা শাম্‌স্‌

শুরু করি ল'য়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা আধার।

শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তা'র,
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে;
নভঃ-নির্ম্মাণকারী তাহার;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার;
আত্মা, সুচারু গঠন তা'র।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের
দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করিছে সাক্ষ্য দান—
আত্মশুদ্ধি হইল যার,
নিশ্চয় সার্থক জীবন,

আত্মায় কলুষিত করিল যে
চির-বঞ্চিত হ'ল সে জন।
সত্যেরে বলিল মিথ্যা
"সামুদ" জাতি সে গর্ব্বভরে
অগ্রসর হ'লো হতভাগেরা
(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।
কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত
—সলিল করিতে পান
ওই আল্লার উটেরে
দিও না কো বাধা ব'ধো না প্রাণ।
বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী
তথাপি তাহারা বধিল উটেরে,
তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা তাদেরে।
ধূলিসাৎ ক'রে ফেলিলেন খোদা
তাদেরে; এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোন ভয় কভু নাই তাঁর)।

শাম্‌স্‌—সূর্য্য।

সুরা বালাদ্‌

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।

শপথ করি এই নগরের
যে হেতু বিরাজ করিছ হেথায়
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ;

তাওয়াতুর

সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ ?
"উড়ায়ে দিয়েছি রাশি রাশি টাকা
আমি" — সে বলে বিনাশিতে তোমারে,
সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে ?
আমি কি তাহার মঙ্গল লাগি'
দিইনি তাহারে যুগল নয়ন ?
জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি ? দেখায়ে
দিইনি উভয় পথ সে কারণ ?
কিন্তু প্রবেশ করিল না ত সে
দুর্গম পথে উপত্যকার,
উপত্যকার দুর্গম সেই
পথ—জান তুমি সন্ধান তার ?
সে পথ— দাসেরে মুক্তিদান
ও অন্নদান সে ক্ষুধার্ত্তেরে
আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত
কাঙ্গালে, "এতিম্" আত্মীয়েরে।
এমনি ক'রে সে হয় একজন
তাদের মতই, ঈমান যারা
আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তা'রা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হ'তে, তা'রাই হবে
দক্ষিণ কর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা — হবে
বাম হস্তের অধিকারী তা'রা, তাদের তরে
আছে নিবদ্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

বালাদ্ —নগর।

সুরা ফজর

শুরু করি ল'য়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

উষার শপথ! দশ সে-রাতের শপথ করি,
যোড়-বিযোড় সে দিনের শপথ! সে বিভাবরী,
যবে অবসান হ'তে থাকে করি তার শপথ
জ্ঞানীদের তরে যথেষ্ট শপথ—এই ত।
ভীম বাহু ঐ ইরামীয় "আদ"দের 'পরে
করেছেন কিবা প্রভু তব দেখনি কি ওরে ?
হয়নি সৃজিত নগর সমূহে তাদের প্রায়
আর সে "সামুদ" জাতি যে পাথর কাটিয়া
সে উপত্যকায়—
বসাইয়াছিল নগর বসতি, আর বহু কীলকধারী ;
ফেরাউন সাথে বিনাশ সাধিলাম কেন
আমি তাহারি ?
নগরে নগরে করেছিল ঔদ্ধত্য— আর
বহু অনাচার এনেছিল তথায় আবার।
শাস্তি দণ্ড তোমাদের প্রভু
তাদের উপরে দিলেন তাই,
নিশ্চয় তব প্রভু দেখে সব,
থাকেন সময় প্রতীক্ষায়।
মানবে যখন দিয়ে সম্পদ
সম্মান, করে পরীক্ষা প্রভু,
"আমার প্রভুই দিলেন এ সব
সম্মান" — বলে অবোধ তবু !
আবার তাহারে পরীক্ষা যবে
করেন জীবিকা হ্রাস ক'রে,
সে বলে, "আমার প্রভুই এ হেন
অপমানিত গো করিল মোরে।"

তাওয়াতুর

নহে, নহে, তাহা কখনই নহে,
এ সবের তরে তোমরা দায়ী,
এতিমে তোমরা গ্রাহ্য কর না
কাঙালে খাদ্য দিতে উৎসাহ নাহি।
অন্নমুষ্টি তা'রে নাহি দাও,
অত বেশী কর অর্থের মায়া,
পিতৃ–সম্পদ বিনা বিচারে সে
যাও যে তোমরা ভোগ করিয়া।
জান না কি, যবে ভীষণ রবে
এ-ধরিত্রী বিচূর্ণিত হবে,
দলে দলে ফেরেশতাগণ
তখন হাজির হ'বে সবে।
আর আসিবেন সে-দিন
তব মহান প্রভু সেথায়,
দোজখ সেদিন হইবে আনীত,
সে দিন মানুষ স্মরিবে, হায়!
কিন্তু সেদিন স্মরণে কি হবে ?
হায় হায় করি কাঁদিবে সব,
"পূর্ব্বে যদি এ জীবনের তরে
প্রেরিতাম পুণ্যের বিভব!"
অন্য কেহ সে পারিবে না দিতে
তেমন শাস্তি সে দিন,
অন্য কেহই তখন বাধা দিতে
পারিবে না সেই যে দিন।
শান্তি–প্রাপ্ত মানব–আত্মা!
ফিরে এস নিজ প্রভু পানে।
তুমি তাঁর প্রতি প্রীত যেমন
তিনি তব প্রতি প্রীত তেমন।
অনুগত মোর দাস যারা
এস সেই দলে,
বেহেশ্‌তে মোর করিবে প্রবেশ
অবহেলে।

ফজর — ঊষা।

সুরা গ্বাশিয়া

শুরু করি শুভ নাম ল'য়ে আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

— আসিয়াছে নিকটে তোমার
বৃত্তান্ত কি আচ্ছন্নকারী ঘটনার ?
বহু সে আনন হবে নত জ্যোতিহীন;
শ্রান্ত কর্ম্ম-পরিক্লান্ত তাহারা সেদিন—
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া
ফুটন্ত উৎসের জল যাইবে পিইয়া।
বিষ কণ্টক শুধু পাইবে আহার,
করিবে না পুষ্ট দেহ, নিবৃত্তি ক্ষুধার।
খুশীতে হইবে বহু মুখ উজ্জ্বল,
হরষে লইবে তারা নিজ পুণ্য-ফল।
মহিমা-সুন্দর পাবে তাহারা বাগান,
শোনে না কেহই সেথা মিথ্যার ব্যাখ্যান?
সেথা চির বহমান উৎস সমুদয়,
সমুন্নত সিংহাসন সেইখানে রয়।
রাখা আছে পান-পাত্র, শত উপাধান,
বিছানো মখমল মথ্যা (আরাম-শয়ান)।
দেখে নাকি উট সব চেয়ে তা'রা সবে?
কিরূপে তাদের সৃষ্টি হইল, না ভাবে ?
দেখে না বিনা স্তম্ভে আকাশ কেমনে
উচ্চে হয়েছে রাখা ? পর্ব্বতগণে
দেখে না কেমনে হ'ল তাদের স্থাপন ?
বিস্তারিত হ'ল এ-ধরা সে কেমন ?
তুমি উপদেষ্টা শুধু, উপদেশ দাও,
তুমি ত প্রহরী নহ, (পথ সে দেখাও)।
মানিবে না আদেশ যে, ফিরাইবে মুখ,
দিবেন আল্লাহ্ তা'রে কঠোর সে দুখ।

তাওয়াতুর

নিশ্চয় ফিরিতে হবে তা'রে মোর পাশে,
হিসাব নিকাশ হবে আমারি সকাশে।

গ্বাশিয়া — আচ্ছন্নকারী, (প্রলয় ঘটনা)।

সুরা আ'লা

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি দয়ার পাথার।

মহত্তম যা নাম প্রভুর,
বর্ণনা কর পবিত্রতা তাঁর,
সৃজন করিয়া যিনি পূর্ণতা
দানিয়াছেন তায় আবার।
উচিত ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া তিনিই দেখান পথ,
সৃজিয়া তৃণাদি তা'রে আবার
করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ।
আমি তোমা' পড়াইব কোরাণ,
বিস্মৃত তাই হবে না আর,
তবে আল্লাহ্ জানেন সব
প্রকাশ গোপন সব ব্যাপার।
তোমার তরে সে কল্যাণের
পথেরে সহজ দিব ক'রে,
অতএব উপদেশ বিলাও
যদি সে সুফল হয়, ওরে!
উপদেশ তব লবে ত্বরায়
সেই জন আছে যাহার ভয়,
অতিশয় হত-ভাগ্য যে
তাহা হ'তে দূরে সরিয়া রয়

তাওয়াত্বুর

দোজখের মহা অনল মাঝ
করিবে প্রবেশ সেই সে জন
বাঁচিবেও না সে (শান্তিতে)
হবে না সেথায় তার মরণ।
সেই জন হয় সফলকাম
অন্তঃকরণ পবিত্র যার,
নামাজ পড়ে যে, করি' স্মরণ
নাম সে দয়াল প্রভুর তার।
পছন্দ সে করিল হায়
পার্থিব এই জীবনকেই
উত্তম আর অবিনাশী
জীবন যা পাবে পরকালেই।
নিশ্চয় পূর্ব্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান
বিশেষ করিয়া ইব্‌রাহিম,
মূসার কেতাব তার প্রমাণ ।

আ'লা–মহত্তম।

সুরা তারেক

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা–সাগর যিনি দয়ার পাথার ?

শপথ "তারেক" ও আকাশের
সে "তারেক" কি তা জান কিসে ?
নক্ষত্র সে জ্যোতিষ্মান
(নিশীথে আগত অতিথি সে)।
এমন কোন সে নাহি মানব
রক্ষক নাই উপর যার,
অতএব দেখা উচিত তার
কোন্ বস্তুতে সৃষ্টি তার।

তাওয়াতুর

বেগে বাহিরায় উছল জল—
বিন্দু তাতেই সৃজন তার
পিঠ ও বুকের মধ্য দেশ
সেই যে জল স্থান যাহার
সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই
করিতে পুনর্জ্জীবন দান,
অভিব্যক্ত হবে সবার
গুপ্ত বিষয় হবে প্রমাণ,
র'বে না শক্তি সহায় আর
সে দিন তাহার কোন কিছুই,
শপথ নীরদ-ঘন নভের
শপথ বিদায়শীল এ-ভূঁই।
ইহাই চরম বাক্য ঠিক,
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক
অবসর তুমি দাও হে তাই
বিধর্ম্মীদের ক্ষণতরে
দাও অবকাশ তাহাদেরে।

তারেক — নৈশ আগন্তুক।

সুরা বুরুজ্

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

গ্রহ- উপগ্রহভরা শপথ আকাশের,
আর শপথ প্রতিশ্রুত রোজ হাশরের।
শপথ উপস্থিত, উপস্থাপিত সবার,
ধ্বংস হ'ল সে অধিকারিগণ পরিখার।

তাওয়াতুর

কাষ্ঠপূর্ণ অগ্নিকুন্ড– অধিকারিগণ
বসেছিল তদুপরি তাহারা যখন।
আল্লায়–বিশ্বাসিগণে ধরিয়া তথায়
ফেলিয়া দেখিতেছিল নিজেরাই, হায়!
সাজা দিতেছিল শুধু অপরাধে এই
বিশ্বাসিগণের প্রতি ; বিশ্বাসিরা যেই
ঈমান আনিয়াছিল আল্লাহ্‌র প্রতি,
অনন্ত-প্রতাপ যিনি মহীয়ান অতি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রাজত্বের অধিপতি যিনি,
জ্ঞাত এ-সবের তত্ত্ব একমাত্র তিনি।
ঈমানদার সে নর–নারীরে যাহারা
দেয় যন্ত্রণা, তৌবা নাহি করে তাহারা,
ইহারই জন্য যাবে দোজখে নিশ্চয়,
অনল দাহন জ্বালা যেথা শুধু রয়।
অবশ্য যাহারা সৎ 'নেক্' কাজ করে,
আনে সে ঈমান ; আছে তাহাদের তরে
এমন বাগান, যার নিম্নদেশ দিয়া
পুণ্য–তোয়া নদী সব চলিছে বহিয়া।
শ্রেষ্ঠ সফলতা এই নিশ্চয় তোমার
প্রভু প্রতাপান্বিত বিপুল বিথার।
প্রথমে সৃজিয়া যিনি গড়েন আবার
তিনি মহাপ্রেমময় ক্ষমাবান, আর
জগৎ–সাম্রাজ্য-সিংহাসনের পতি,
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি গরীয়ান অতি।
ফেরাউন সামুদের সেনা–সম্ভার
তাদের বৃত্তান্ত শোনা আছে কি তোমার ?
জান কি কেমনে হ'ল তারা ছারখার ?
যে জন অমান্য করে আদেশ আমার
সত্যেরে অসত্য বলা কাজ যে তাহার।
অথচ আল্লাহ্‌তালা ঘিরিয়া তাহায়
পরিব্যাপ্ত র'য়েছেন চারিদিকে, হায়!

তাওয়াতুর

মহিমান্বিত মহা কোর-আন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক "লওহে"ই।

বুরুজ্ —গ্রহ বা রাশিচক্র।

সুরা ইন্‌শিকাক

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই পার।

(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ,
হবে সে প্রভুর নিজ আজ্ঞাবহ দাস,—
এই উপযোগী ক'রে গড়েছি তাহায় ;
লাগিবে সে আকর্ষণ যখন ধরায় ;
যাহা কিছু আছে তার মধ্যে, ফেলি' তায়
হইয়া যাইবে শূন্য-গর্ভ সে, হায়!
মানিবে পৃথিবী আজ্ঞা তাহার খোদার,
এরি উপযোগী ক'রে সৃজন যে তার।
তোমারে খোদার পানে চলিতে, মানব,
তোমারে করিতে হবে চেষ্টা অসম্ভব।
তবে সে করিবে লাভ মিলন তাঁহার! —
মিলিবে "আমল-নামা" ডা'ন হাতে যার,
সহজে দিবে সে তার হিসাব-নিকাশ,
হরষে ফিরিবে নিজ পরিজন পাশ।
যে পাবে আমল-নামা পশ্চাৎ পানে,
"সর্ব্বনাশ" বলিয়া সে কাঁদিবে সেখানে।
পশিবে সে অগ্নিকুন্ডে। —আত্মীয় স্বজনে
বেষ্টিত ছিল সে যবে হরষিত মনে,
ধরিয়া লইয়াছিল মনে সে তাহার
ফিরিতে কখনো তা'রে হইবে না আর।
—তা'রে সর্ব্বদা
দেখিতেছিলেন নিশ্চয়, তার যে খোদা

তাওয়াতুর

সান্ধ্য-গগনের ঐ গোধূলি–রাগের
শপথ করি আর যে তিমির রাতের,
যামিনী সংগ্রহ করে যত কিছু তার,
আর শপথ করি আমি পূর্ণ–চন্দ্রমার ;—
নিশ্চয় তোমরা পৌঁছিবে পরে পরে
এক স্তর হ'তে পুনরায় অন্য স্তরে।
(অতএব) তাহাদের কি হয়েছে ? তা'রা
বিশ্বাস করে না এ বিশ্বাস–হারা!
কোরাণ তাদের কাছে যবে পাঠ হয়,
(কেন) তাহারা সেজদা নাহি করে সে সময়!
অমান্য করে যারা তারাই আবার
সত্যে সে আরোপ করে তারাই মিথ্যার।
তাহারা পোষণ করে মনে যাহা যত,
আল্লাহ বিশেষ রূপে তাহা অবগত।
—কঠোর দণ্ডের
অতএব দিয়ে রাখ সংবাদ তাদের।
(তবে) যাহারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে,
অন্তহীন পুরস্কার তাহাদের তরে।

ইনশিকাক্ – বিদারণ, ফাটিয়া যাওয়া।

সুরা তাথফিফ্

শুরু করি লয়ে পূত নাম বিধাতার,
করুণা ও দয়া যাঁর অনাদি অপার।

সর্ব্বনাশ তাহাদের, হ্রাস–কারী যারা,
যখন লোকের কাছে মেপে লয় তা'রা,
তখন পূর্ণ ক'রে চায় মেপে নিতে
তাদেরে ওজন ক'রে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে!
উঠিতে হইবে পুনঃ, করে না তা মনে।

তাওয়াত্তুর

উঠিবে মানব পুনঃ মহান সে দিন,
বিশ্বপালকের কাছে দাঁড়াবে যেদিন।
পাপিষ্ঠ লোকের সে কার্য্য সমুদয়
নিশ্চয় "সিজ্জিনে" থাকে, কভু মিথ্যা নয়।
জান কি, সে "সিজ্জিন" কি ? লিখিত কেতাব
(লেখা র'বে যাতে তার পাপের হিসাব)।
—সর্ব্বনাশ হবে
তাদের —সত্যেরে বলে মিথ্যা যারা সবে।
কর্ম্মফল প্রাপ্তির এদিন হাশরের—
বলে মিথ্যা— সর্ব্বনাশ হবে তাহাদের।
আদেশ-লঙ্ঘনকারী পাতকী ব্যতীত
আর কেহ বলে না—এ সত্যের অতীত।
তার কাছে পাঠ হলে আমার এ বাণী,
সে বলে এ "পূর্ব্বতন লোকের কাহিনী"
— কখনই নহে, তাহা নহে
অভ্যস্ত তাদের নিজ কাজগুলি রহে,
জমেছে মরিচা-রূপে তাহাদের মনে।
সেদিন তাহারা নিজ খোদার সদনে,
পারিবে না যেতে নিশ্চয়! তারপর
প্রবেশ করিবে তা'রা দোজখ ভিতর।
সেই কর্ম্মের ফল জেনো ইহা সেই,
তোমরা মিথ্যা সদা বলিতে এ'রেই।
কখনই মিথ্যা নহে, রহিবে নিশ্চয়,
লেখা "ইল্লিয়নে" সব কার্য্য সমুদয়
যত সৎলোকের সে। জান "ইল্লিয়ন"
কারে কয় ? লিখিত সে কেতাব রতন।
প্রত্যক্ষ কেবল তা'রা করিবে দর্শন
আল্লার নিকটে যাবে যে মানবগণ।
সুপ্রচুর সুখে র'বে, পুণ্য-আত্মাগণ,
সুউচ্চ তখ্‌তে রহি' করিবে দর্শন
— সে সুখ-পুলকে

তাওয়াতুর

দেখিতে পাইবে তারা নিজ মুখে চোখে।
—শিলমোহর করা
তাহারা করিবে পান সুপবিত্র সুরা।
কস্তুরীর সে মোহর। কামনা কারুর
থাকে যদি— করুক কামনা এ দারুর।
"তস্‌নীম" সুধা মেশা হয় সে সুরায়,
"তস্‌নীম" সে প্রস্রবণ-উৎস, যাহায়
আল্লার নিকট যারা, করে তা'রা পান।
অবিশ্বাসী সবার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ
হানিতে যে অপরাধীগণ নিশ্চয়,
আঁখি-ঠারে ইঙ্গিত তারা যে সময়
করিত পরস্পরে বিশ্বাসীরে দেখে
তাহাদের পাশ দিয়া যাইলে, তাহাকে।
স্বজনের কাছে সব ফিরে গিয়ে পুনঃ
করিত বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ইহারা তখনো।
দেখায়ে (বিশ্বাসীগণ) বলিত, "ইহারা
নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, সবে পথহারা!"
বিশ্বাসীদের পরে অথচ বেশক
প্রেরিত হয়নি এরা হইয়া রক্ষক।
ঈমান এনেছে যারা, তা'রা আজিকে
উপহাস করিবে বিধর্ম্মী দেখে'।
উঁচু সে তখ্‌তে বসি করিবে দর্শন,
কর্ম্মফল পেল আজ বিধর্ম্মীগণ।

তাৎফিফ্—পরিমাণ হ্রাসকরণ।

সুরা ইন্‌ফিতার

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার
করুণা-পাথার যিনি দয়া পারাবার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হ'বে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব,
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা !
হে মানব! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হ'তে রাখে বঞ্চিত ক'রে
তোমায় কিসে ? যে প্রভু তোমায়
সৃজিয়া তা'পর সাজাল কেমন
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্ম্মফলেরে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের 'পর,
যাহা কিছু কর, মহান হিসাব—
লেখকদের তা হয় গোচর।
র'বে নিশ্চয় পরমাহ্লাদে
পুণ্যবান সৎকর্ম্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তিরা।

তাওয়াতুর

করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তা'রা। পশি' সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবে না আর,
তাহা কি জানাল তোমা' কে-তা ?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জান কি সে ?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে দিন মানব মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোন
আসিবে না, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাহ্তালার
হুকুম সেদিন র'বে সেথায়।

ইন্‌ফিতার— বিস্ফোরণ, বিদারণ!

৩৫. সূরা তকভীর

শুরু করিলাম শুভ নামেতে খোদার,
করুণা- আকর যিনি দয়ার আধার।

সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য্য যাবে জড়ায়ে,
তারকা সব পড়বে যখন ইতস্ততঃ ছড়ায়ে,
পর্ব্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরিবে যখন (ধূলির প্রায়)।
পূর্ণ-গর্ভা উটগুলিরে দেখবে না কেউ উপেক্ষায়,
বেরিয়ে আসবে বুনো যত জানোয়ারেরা বেঁধে দল,
হবে প্লাবন-উদ্বেলিত যখন সকল সাগর জল।
আত্মা হবে যুক্ত দেহে। জ্যান্ত পোতা কন্যাদের
পুছ্‌ব যখন কোন্ দোষে বধ করেছে পিতা তোদের?
যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা ; সেই সে দিন
জ্বলবে দোজখ ধূ ধূ, হবে আকাশ আবরণ-বিহীন,
জানবে সে দিন প্রতি মানব, সাথে সে কি আনল তার!
শপথ করি ঐ চলমান আর স্থিতিশীল তারকার,

তাওয়াতুর

রাত্রি যখন পোহায় এবং উষা যখন ছায় সে দিক,
শপথ তাদের, মহিমময় রসুলের এ বাণী ঠিক।
আরশ-অধিপতির কাছে প্রতিষ্ঠা তাঁর, সেই রসুল
বিশ্বস্ত, সম্মানার্হ, শক্তিধর, ধরায় অতুল।
পাগল নহে তোমাদের এই সহচারী সাক্ষ্য দিই,
মুক্ত দিগন্তরে জিব্রাইল দেখেছেন সে তিনি'ই।
অদেখা যা দেখেন ইনি ব্যক্ত করেন তখন তাই,
বিতাড়িত শয়তানের এ উক্তি নহে (কহেন খোদাই)।
তোমরা যাবে অতঃপর কোন্ সে দিকে? বাণীতে
—যাহা কই,
বিশ্ব-নিখিল-শুভ তরে, নয় ত এ উপদেশ বই!
এই উপদেশ তাহার তরে, তোমাদিগের মাঝ হ'তে
চলিতে যে চাহে আমার সুদৃঢ় সরল পথে।
নিখিল-বিশ্ব-অধিরাজের ইচ্ছা না হয় যতক্ষণ,
তোমরা ইচ্ছা করতে নাহি পারবে জানি ততক্ষণ!

তকভীর-আবরণ।

৩৬. সুরা আবাসা

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
দয়া করুণার যাঁর নাই নাই পার।

(মোহাম্মদ) ভ্রু-ভঙ্গী করি' ফিরাইল মুখ
যেহেতু আসিল এক অন্ধ আগন্তুক
তাঁহার নিকট। তুমি জান (মোহাম্মদ)?
হয়ত বা লভিবে সে শুদ্ধির সম্পদ,
কিম্বা তব উপদেশ মত সে চলিবে,
তাহাতে তাহার তরে সুফল ফলিবে।
মানে না যে তব কথা বে-পরোয়া হয়ে,
বুঝাইতে কত যত্ন তব, তা'রে লয়ে।
অথচ সে শুদ্ধাচারী না হইলে পর
তোমার দায়িত্ব নাই প্রভুর গোচর।

তাওয়াতুর

কিন্তু তব পাশে ছুটে' আসে যেইজন
আল্লার সে ভয়ও রাখে, তার থেকে মন
সরাইয়া লও তুমি! উচিৎ এ নয়,
আল্লার এ উপদেশ, জানিও নিশ্চয় ;
কাজেই যাহার ইচ্ছা, করুক উহার
আলোচনা। (সেই উপদেশ সম্ভার)
মহিম-মহান পত্রাবলীতে (লিখিত),
উন্নত পূত লেখক হস্তে (সুরক্ষিত)।
(আর সে লেখকগণ) সৎ ও মহান।
সর্ব্বনাশ মানুষের ! সে কৃতঘ্ন-প্রাণ
অতি ঘোর! (হায়), তা'রে কোন্ বস্তু হ'তে
সৃজন করিয়াছেন তিনি ? শুক্র হ'তে
-তারে সৃষ্টি ক'রে
যথাযথ ভাবে তা'রে সাজান, তা' পরে,
সহজ করেন তার জন্য পথ তার,
পরে মৃত্যু ঘটাইয়া সমাধি মাঝার
লন তারে। পুনরায় ইচ্ছা সে যখন,
বাঁচাইয়া তুলিবেন তাহারে তখন।

না, না তিনি করেছেন যে আদেশ তারে
সমাধা সে করিল না তাহা (একেবারে)।
করুক মানুষ এবার দৃষ্টিপাত
তাহার খাদ্যের পানে, কত বৃষ্টিপাত
করিয়াছি (তার তরে), মাটিতে তা'পরে
বিদীর্ণ করয়াছি কত ভাল ক'রে।
অনন্তর জন্মায়েছি ফসল প্রচুর,
আঙ্গুর শাক-সব্জি, জায়তুন, খেজুর,
গহন কানন-রাজি, তৃণাদি ও ফল ;
তোমাদের, তোমাদের পশুর মঙ্গল
সাধিতে। আসিবে যবে সে বিপদ-দিন,
(ভীষণ নিনাদে) লোক পালাবে সে দিন

তাওয়াতুর

নিজ ভ্রাতা, নিজ পিতা মাতা হ'তে,
সঙ্গিনী ও পুত্রগণে (ফেলে রেখে পথে)।
সে দিন এমনই হবে অবস্থা লোকের,
ভাবিতে সে পারিবে না কথা অন্যের।
সে দিন উজ্জ্বল হবে কত সে আনন,
হাসি রাশি ভরা আর পূর্ণ-হরষণ;
আবার কত সে মুখ ধূসর ধূলায়।
(হইবে হায় রে) আচ্ছাদিত কালিমায়!
—ইহারা তাহারা,
অমান্যকারী আর ভ্রষ্টাচারী যারা।

আবাসা—ভ্রূ-ভংগীকরণ।

৩৭. সুরা নাজেয়াত

শুরু করি ল'য়ে পূত নাম সে খোদার,
যিনি চির-দয়াময় করুণা আধার।

তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)
তাদের শপথ ছুটে (যে শর) তীব্র সে গতি-নিপুণ।
তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে যারা সন্তরণ-কারী,
দ্রুতবেগে অগ্রগামী (অশ্ব যে) প্রমাণ তারি।
করে যারা সব বিষয়ের ব্যবস্থা তাদের প্রমাণ।
কম্পনের সে পরে যেদিন ধরা হবে কম্পমান,
কত সে অন্তরাত্মা সেদিন হবে ঘন-স্পন্দিত,
দৃষ্টিগুলি তাদের সেদিন হবে অবনমিত।
বলছে তা'রা (ব্যঙ্গসুরে) "আমরা কি গো পুনর্ব্বার
জীর্ণ অস্থি হবার পরেও পূর্ব্বজীবন পথে আর
(বিতাড়িত হ'ব)। ওহো, তবে বড়ই ক্ষতিকর
হবে ত সে জীবন পাওয়া!" একটি মাত্র তাড়নায়
প্রান্তর-ভূমিতে তা'রা অমনি হাজির হ'বে, হায়!
তোমার কাছে পৌঁছেনি কি মুসার সেই সে বিবরণ ?
তাহার প্রভু যখন তা'রে করিলেন সেই সম্বোধন

তাওয়াতুর

পূত "তোওয়া" প্রান্তরে, "ফেরাউনের বরাবর,
উচ্ছৃঙ্খল হ'য়েছে সে। বলবে তা'রে অতঃপর,—
তুমি পাক হ'তে কি চাও? দেখাইয়া দিই তোমায়
তোমার প্রভুর দিকের পন্থা, চলবে হে ভয় করে তায়।"
(পরে) মুসা দেখাল তায় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন,
সে সত্যেরে মিথ্যা ব'লে লইল না তা (ফেরাউন)।
প্রবৃত্ত সে হইল কুচেষ্টায় যে অতঃপর,
ঘোষণা সে করিল ফলে জুটিয়ে (বহু লস্কর),
বলিল তখন, "আমিও ত পরম প্রভু তোদের রে।"
ইহকাল আর পরকালের শাস্তি দিতে চাই তা'রে
ধৃত করিলেন আল্লাহ্। ভয় রাখে যে তাঁর তরে
বিশেষ করে জানার উপদেশ আছে (কোরাণ ভরে)।
তোমাদের কি সৃষ্টি অধিক কঠিন ? না ঐ আকাশের ?
সৃজিয়া তায় উর্দ্ধকে তার করিলেন সুউচ্চ ফের!
ঠিক-ঠাক তায় দিলেন ক'রে। রজনীকে তিমির-ময়
করলেন (দূর করে তাহার আলোকরাশি সমুদয়)।
প্রসারিত করলেন এই ধরায় তিনি অতঃপর
তাহার থেকে করলেন বাহির পানি এবং চারণ-চর।
(তোমাদের ও তোমাদের পশুর উপকার তরে)
প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ শৈলমালা উপরে!
সে মহাবিপদ আসবে যে দিন অতঃপর,
অর্জ্জন সে করেছে কি বুঝতে পারবে সেদিন নর।
দর্শকে দেখানোর তরে দোজখ হবে সুপ্রকাশ,
লঙ্ঘন যে করে বিধি পার্থিব জীবনের আশ—
মুখ্যভাবে যে জন করে তার স্থিতিস্থান দোজখ পরে।
কিন্তু প্রভুর সম্মুখে তার দাঁড়াবার যে ভয় রাখে,
নীচ যত প্রবৃত্তি হ'তে মুক্ত রাখে আত্মাকে,

তাওয়াতুর

ফলে—(হবে) নিশ্চয় ঐ বেহেশ্‌ত্‌ তাহার স্থিতিস্থান!
জিজ্ঞাসিছে ওরা, "হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান,
সেই মুহূর্ত্ত আসবে কবে ? তুমি আলোচনায় সেই
(ব্যস্ত) আছ ? তার নিরূপণ তোমার প্রভুর নিকটেই।
—যে সব লোকে ভয় রাখে সেই মুহূর্ত্তের
তুমি কেবল করতে পার সাবধান সে তাহাদের
(করবে মনে সে দিন তা'রা) দেখবে যখন সেই সে খন,
রয়নি তা'রা এক সাঁঝ বা এক প্রভাতের অধিককক্ষণ!

নাজেয়াত—ধনুকধারিগণ

৩৮. সুরা নাবা

শুরু করি ল'য়ে নাম খোদার
করুণাময় ও কৃপা-আধার।

পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন্ বিষয় ?
সেই সে মহান খবর লয়ে যাতে সে ভিন্নমত হয় ?
না, না, তা'রা জানবে ত্বরায়, জানবে, কই আবার
করিনি কি শয্যারূপে নির্ম্মাণ আমি এই ধরার ?
কীলক স্বরূপ করিনি কি স্থাপিত ঐ সব পাহাড় ?
যোড়ায় যোড়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আবার।
বিরাম লাগি' দিয়াছি ঘুম, রাত তোমাদের আবরণ,
করিয়াছি জীবিকার তরে দিবসের সৃজন।
নির্ম্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত (আকাশ) ঊর্দ্ধে তোমাদের,
করিয়াছি প্রস্তুত এক প্রদীপ্ত সে প্রদীপ ফের,
বর্ষণ করেছি সলিল মেঘ হ'তে মুষলধারায়,
কারণ আমি জন্মাব যে উদ্ভিদ ও শস্য তায়,
এবং গহন কাননরাজি। আছে আছে সুনিশ্চয়,
মীমাংসা সে অবধারিত যেদিন সে ভেরী প্রলয়

তাওয়াতুর

উঠবে বেজে ; শুনে তাহা তোমরা সবে দলে দল
সমাগত হবে ; এবং খোলা হবে গগন তল,
তাহার ফলে হয়ে যাবে সেদিন তাহা বহুদ্বার,
সঞ্চালিত করা হবে পাহাড় সবে ; ফলে তার
মরীচি-বৎ হবে তা'রা। দোজখ আছে অপেক্ষায়,
সুনিশ্চয় ; অবাধ্য যাঁরা তাদের বাসস্থান তাহায়।
সেই খানেতে করবে তা'রা বহু "হোক্‌বা" অবস্থান!
পাবে না কো সেখানে তা'রা স্নিগ্ধ স্বাদ এবং পান
করতে নাহি পাবে কিছু, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,
পাবে সলিল উষ্ণ ভীষণ কিংবা দারুণ সুশীতল।
হিসাব নিকাশ আশা তা'রা করতো না কো সুনিশ্চয়,
মিথ্যার আরোপ করেছিল নিদর্শন সে সমুদয়।
দেখতে আমার ওরা সবে হটকারিতা ক'রেই
অথচ রেখেছি গুণে গুণে প্রতি বস্তুকেই।
সুতরাং এবার মজা দেখ! এখন কেবল যাতনাই
বাড়িয়ে দিতে থাকব আমি, তোমাদিগের
— (রেহাই নাই)!

সংযমী লোক সবার তরেই সফলতা সুনিশ্চয়,
প্রাচীর ঘেরা কাননরাজি এবং আঙ্গুর (সেথায় রয়)।
সমান বয়েস তরুণীদল, পানপাত্র পরের পর
আসবে সেথা পূর্ণ এবং পবিত্র (অমৃত ভর)।
শুনতে নাহি পাবে তা'রা মিথ্যা প্রলাপ সেই সে স্থান
বিনিময়ে তোমার প্রভুর থেকে তাই যথেষ্ট দান।
ভূলোক ও দ্যুলোকের যিনি সকল-কিছুর অধীশ্বর,
করুণাময় যিনি তাঁহার কেহই সেদিন তাঁহার পর
হবে না কো অধিকারী সম্বোধন করিতে তার।
জিব্‌রাইল আর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সব দিয়ে সা'র
সেদিন তা'রা কইতে নারবে কোন কথা ; কিন্তু যার
মিলবে আদেশ কৃপা-নিধান খোদার কাছে বলবে সে

তাওয়াতুর

সঙ্গত সে কথা। উহাই নিশ্চিত দিন সত্য যে সে।
সুতরাং যার ইচ্ছা হয়
আপন প্রভুর কাছে এসে গ্রহণ করুক সে আশ্রয়।
অনাগত শাস্তি সে কি, তার বিষয়
সাবধান করেছি আমি তোমাদের সুনিশ্চয়।
দেখতে পাবে সেদিন মানুষ পাঠাল দুই হস্ত তার
কোন্ সম্বল আগের থেকে! বলতে থাকবে কাফের—আর
(ভাগ্যহত আমি হায়)
হ'তাম যদি মাটি—(ছিল শান্তি তায়!)

নাবা—খবর। হোক্‌বা—বহু যুগ।

তাম্মাত